THIS BOOK HAS BEEN PUBLISHED WITH
DUE PERMISSION FROM THE AUTHOR
DR. ALI MOHAMMAD EL-SALLABI

সত্যের আধুনিক প্রকাশ
মাকতাবাতুল ফুরকান
www.islamibooks.com

REPRINTED, DEC 2022

مكتبة الفرقان

The Biography of Abu Bakr As-Siddeeq ﷺ-এর অনুবাদ

জীবন ও কর্ম
আবু বকর আস-সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু

ড. আলী মুহাম্মাদ সাল্লাবী

অনুবাদ
মুহাম্মাদ আদম আলী

সম্পাদনা
মাওলানা মুহাম্মাদ আবু বকর
মুহাদ্দিস, টঙ্গী দারুল উলুম মাদরাসা, টঙ্গী, গাজিপুর

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

জীবন ও কর্ম আবু বকর আস-সিদ্দীক রা.
মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
১০ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা
www.islamibooks.com
maktabfurqan@gmail.com
+8801733211499

গ্রন্থস্বত্ব © ২০১৫-২০২২ মাকতাবাতুল ফুরকান

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মুদ্রিত; +৮৮০১৭৩০৭০৬৭৩৫
পঞ্চম সংস্করণ : জুমাদাল উলা ১৪৪৪ / ডিসেম্বর ২০২২
চতুর্থ সংস্করণ : জিলকদ ১৪৪১ / জুলাই ২০২০
তৃতীয় সংস্করণ: রবিউল আউয়াল ১৪৪১ / ডিসেম্বর ২০১৯
দ্বিতীয় সংস্করণ : জমাদিউস সানি ১৪৩৯ / মার্চ ২০১৮
প্রথম প্রকাশ : মুহাররম ১৪৩৭ / নভেম্বর ২০১৫
প্রচ্ছদ : সিলভার লাইট ডিজাইন স্টুডিও, ঢাকা
প্রুফ সংশোধন : মুহাম্মাদ তৈয়বুর রহমান
ISBN : 978-984-91176-3-6

মূল্য : ৳১০০০.০০ (এক হাজার টাকা মাত্র) US $24.95

অনলাইন পরিবেশক
www.islamibooks.com

প্রকাশকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

ড. আলী মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ আস-সাল্লাবী বর্তমান বিশ্বের একজন বিখ্যাত ও প্রসিদ্ধ সীরাত লেখক। তিনি ১৯৬৩ সালে লিবিয়ার বেনগাযি শহরে জন্মগ্রহণ করেন। মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উসুল আদ-দ্বীন বিভাগ এবং দাওয়া বিভাগ থেকে ব্যাচেলরস অব আর্টসে ডিগ্রি লাভ করেন। পরে ১৯৯৬ সালে উসুল আদ-দ্বীন বিভাগ থেকে তাফসীর, উলুমুল কুরআন বিষয়ে মাস্টার ডিগ্রি প্রপ্ত হন। তিনি ১৯৯৯ সালে উম্মে দুরমান ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সুদান থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। পিএইচডি থিসিসের বিষয়বস্তু সম্পর্কে লেখক বলেন, 'আমার পিএইচডির বিষয়বস্তুর শিরোনাম হিসেবে 'পবিত্র কুরআনের শিক্ষা থেকে একটি স্থিতিশীল ও শক্তিশালী মুসলিম দেশ গড়া এবং মুসলিম জাতির ইতিহাসে এই শিক্ষার প্রভাব'-এর প্রস্তাব করি। সিদ্ধান্ত হয় যে, আমার থিসিসটি তিনটি প্রধান অধ্যায়ের সমন্বয়ে রচিত হবে...শেষ পর্যন্ত অনেক পরিশ্রমের পর থিসিসটি দীর্ঘ বারো শত পৃষ্ঠার বেশি লেখা হয়ে যায়। এত দীর্ঘ থিসিস পেপার দেখে আমার গবেষণা সুপারভাইজার কেবল প্রথম অধ্যায়েই আমার গবেষণা সীমাবদ্ধ রাখার পরামর্শ দেন।...আমার গবেষণা সুপারভাইজার আমাকে এমন কিছু কথা বললেন, যা আমার জীবনের পরবর্তী কয়েক বছরে গভীর প্রভাব ফেলে। তিনি আমাকে পরামর্শ দিলেন, আমি যেন আমার মূল থিসিসের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায়কে পুনরায় লিখি এবং বই আকারে প্রকাশ করি। দ্বিতীয় অধ্যায়টি ছিল, 'একটি স্থিতিশীল ও শক্তিশালী মুসলিম দেশ গড়ার ক্ষেত্রে রাসূলের জীবনীর শিক্ষা'—যা পরবর্তী সময়ে *আস-সিরাহ আন-নবুওওয়াহ* নামে আলাদা গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায় 'খুলাফায়ে রাশেদীনের জীবন থেকে শিক্ষা'-কে চারটি ভিন্ন গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিটি গ্রন্থে একজন করে খলীফার জীবনী আলোচিত হয়েছে।'

এ সূত্র ধরেই তিনি *'সিরাতে আবু বকর রা.'* প্রকাশ করেন। এটি একটি অনবদ্য গ্রন্থ। আরবী ভাষায় লিখিত গ্রন্থটি আরব বিশ্বে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। পরবর্তী কালে ফয়সাল শফীক কর্তৃক ইংরেজিতে অনুদিত হয়ে ২০০৭ সালে *মাকতাবা দারুস সালাম* প্রকাশনা থেকে *The Biography of Abu Bakr ra.* নামে প্রকাশিত হয়। আমাদের বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি এটিরই বাংলা অনুবাদ—*জীবন*

ও কর্ম : আবু বকর আস-সিদ্দীক রা.। বইটি অনুগ্রহ করে সম্পাদনা করে দিয়েছেন টঙ্গী দারুল উলুম মাদরাসার মুহাদ্দিস ও শিক্ষা সচিব মাওলানা মুহাম্মাদ আবু বকর দামাত বারাকাতুহুম। উল্লেখ্য, এ গ্রন্থটি প্রকাশের পূর্বে এদেশে ড. আলী মুহাম্মাদ সাল্লাবী-এর কোনো গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হয়নি। *মাকতাবাতুল ফুরকান* উক্ত লেখকের সকল গ্রন্থ অনুবাদ ও প্রকাশের ক্ষেত্রে লিখিত অনুমতিও লাভ করেছে (অনুমতিপত্র সংযোজিত)।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত আবু বকর আস-সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে দুনিয়াতে ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর এ ধর্মকে সুস্থির এবং সুদৃঢ় ভিত্তির উপর আরও ব্যাপক করেছেন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় জান-প্রাণ, মাল-দৌলত, পরিবার-পরিজন দিয়ে ইসলামের খেদমতের পাশাপাশি রাসূলের ইন্তেকালের পর মাত্র দু-বছরের খেলাফতকালে তিনি যে অবিশ্বাস্য দৃঢ়তা দেখিয়েছেন, ইতিহাসে তার কোনো দৃষ্টান্ত নেই। এ মহান ব্যক্তিত্বের জীবন ও কর্ম নির্ভরযোগ্য তথ্য ও বিশ্বস্ত বর্ণনার আলোকে এ গ্রন্থে যেভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে, তা বাংলাভাষীদের জন্য নতুন প্রাপ্তি। ইনশাআল্লাহ কালের পরিক্রমায় এটি এদেশের মুসলিমদের জন্য ইসলামের পথে আরও অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে এক অনবদ্য প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

অনেকেই এ গ্রন্থের প্রুফ সংশোধন ও প্রয়োজনীয় মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। গ্রন্থটিকে ত্রুটিমুক্ত করার সার্বিক চেষ্টা করা হয়েছে। সুহৃদ পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো অসঙ্গতি ধরা পড়লে তা জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো। আল্লাহ তাআলা এ লেখাকে কবুল করেন। যারা এ লেখা প্রকাশের ব্যাপারে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদেরকেও কবুল করেন। সবাইকে এর উসিলায় বিনা হিসেবে জান্নাত নসীব করেন। আমীন।

মুহাম্মাদ আদম আলী
প্রকাশক ও অনুবাদক, মাকতাবাতুল ফুরকান
১০ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা

১০ জুলাই ২০২০

সম্পাদকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

এটা নিশ্চিত সৌভাগ্য যে, এ অধমকে আল্লাহ তাআলা হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সবচেয়ে প্রিয় ও সর্বশ্রেষ্ঠ সাহাবী হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনীগ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনার সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার তাওফিক দিয়েছেন। জীবনের সময়গুলো যখন কোনো উত্তম ও আল্লাহর প্রিয় কাজে ব্যয় হয়, তখন আল্লাহরই প্রশংসা করা উচিত দিল খুলে, যাতে তিনি এরূপ তাওফিক আরও নসীব করেন। ২০১৩ সালে হজের সফরে বর্তমান আরব বিশ্বের বিদগ্ধ সীরাত ও ইতিহাস বিষয়ক লেখক ড. আলী মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ সাল্লাবীর রচিত ইসলামের মহান প্রথম দুই খলীফা হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনীগ্রন্থ দু-টি ক্রয় করি। সফর থেকে আসার পর প্রথম কয়েকদিন নিয়মিতভাবে, এরপর মাঝে মাঝে গ্রন্থ দু-টি অধ্যয়ন করি।

মাদরাসার ছাত্র হওয়ার কারণে শিক্ষাজীবনের শুরু থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সীরাত, সেই সাথে খুলাফায়ে রাশীদীনের জীবন ও কীর্তি নিয়ে পড়ার সুযোগ হয়েছে। কিন্তু অতি সাম্প্রতিক প্রকাশিত ড. আলী মুহাম্মাদ মুহমাম্মাদ সাল্লাবী প্রণীত গ্রন্থ দু-টি বিভিন্ন কারণে আলোচনা ও মনযোগ আকর্ষণের দাবী রাখে। কারণ লেখক একদিকে যেমন তার রচনাকে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন, অন্যদিকে তিনি তাদের জীবন ও প্রতিটি কর্মকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষার আলোকে অত্যন্ত সফলভাবে চিত্রায়ন করেছেন। খলীফা হওয়ার আগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সবচেয়ে কাছের দুই সাহাবী কিভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সীরাত থেকে নিজেদের জীবন গড়েছেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিভাবে তাদেরকে ভবিষ্যতের জন্য তৈরি করেছেন, অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তিরোধানের পরে পর্যায়ক্রমে তারা খলীফা হওয়ার পর কিভাবে সেই শিক্ষাকে বাস্তবায়ন করেছেন—এর বর্ণনা আধুনিক পাঠকদের উপযোগী করে খুব সুন্দরভাবে লেখক উপস্থাপন করেছেন।

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সাবেক কমান্ডার মুহাম্মাদ আদম আলী সাহেব আমার পীর ও মুর্শিদ হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান সাহেব দামাত বারাকাতুহুমের স্নেহধন্য ও তার মজলিসের বয়ানের সংকলক। হযরতের সাথে তিনি দেশ-বিদেশে সফর করেছেন। তিনি আমাকে একদিন তার ইংরেজি থেকে অনুবাদ করা ড. আলী মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ সাল্লাবী রচিত *জীবন ও কর্ম : আবু বকর আস-সিদ্দীক রা.* গ্রন্থটি সম্পাদনা করার জন্য অনুরোধ করলেন। এক পর্যায়ে আমি তা করতে রাজি হই। কিন্তু কাজটি হাতে নেওয়ার পর মনে হলো, কাজটি যথেষ্ট কঠিন। কারণ অনুবাদক ইংরেজি থেকে অনুবাদ করেছেন অথচ আমি ইংরেজি জানি না। আমি আরবিতে রচিত মূল গ্রন্থের সাথে তার অনুবাদ মেলাতে গিয়ে বিপাকে পড়লাম। মূল আরবির সাথে বাংলা অনুবাদের বেশ কিছু জায়গায় অমিল পাওয়া গেল। অনুবাদকের সাথে পরামর্শ করে কাজ শুরু করি। আমি আরবির সাথে সংঘাতপূর্ণ না হলে তা বহাল রাখলাম। আর কিছু জায়গা সহজে মূল আরবির অনুবাদরূপে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়েছে বলে তাই করলাম। ইংরেজি অনুবাদে কিছু বিষয় বাদ পড়েছিল। সেগুলোও সংযোজন করে দেওয়া হয়েছে। পুরো অনুবাদে ব্যক্তি, বিভিন্ন জায়গার নাম, কুরআনের আয়াত ও হাদীসের তরজমা মূল গ্রন্থের বিবরণ অনুযায়ী করার চেষ্টা করেছি।

মাদরাসায় পড়ার সময় আকবরাবাদী সাহেবের রচিত 'সিদ্দীকে আকবর' অধ্যয়নের সুযোগ হয়েছিল। তখন মনে হয়েছিল, এ বই না পড়লে হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে জানাই হতো না। এখন আবার তারই জীবনী ড. আলী মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ সাল্লাবীর রচনায় শব্দে শব্দে পড়ার সুযোগ হয়েছে। হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর গুণাবলী বলে বা গুণে শেষ করা যাবে না। তবে তার যে গুণটি তাকে অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছিল, তা হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইচ্ছার কাছে নিজেকে সমর্পণ করা ও তার সামনে নিজের সবকিছুকে নিবেদন করা। বর্তমান মুসলিম উম্মাহর মাঝে এর অভাবই সবচেয়ে প্রকট। এ উম্মত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ থেকে দিন দিন দূরে সরে যাচ্ছে। আর উষর মরুতে দিক-ভ্রান্ত মুসাফিরের মতো মরীচিকার পেছনে ছুটছে।

সম্পাদনা করতে বেশ সময় লেগেছে। অনুবাদকের তাগাদা না থাকলে হয়তো আরও সময় কেটে যেত। আল্লাহর অশেষ কৃপায় প্রথম খণ্ডের কাজ শেষ হয়েছে। আমি মনে করি, এ বইয়ের অধ্যয়ন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহর প্রতি অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের সকলের জন্য বিরাট

পাথেয় হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার প্রিয় সাহাবীদেরকে আরও গভীরভাবে জানার এবং তাদেরকে অনুসরণ করার জন্য সহায়ক হবে।

গতানুগতিকতার জন্য বলছি না, সত্যিকার অর্থেই আমি এ কাজের মোটেও যোগ্য নই। সেই সাথে অসচেতনও বটে। তারপরেও আল্লাহর তাওফিকে ভালো যা হয়েছে, তার জন্য সব প্রশংসা আল্লাহর। আর যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় আমার।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে দ্বীনের পথে অবিচল রাখেন এবং এই বাংলা অনুবাদকে কবুল করেন।

মুহাম্মাদ আবু বকর
টঙ্গী দারুল উলুম মাদরাসা
টঙ্গী, গাজীপুর

০৩ নভেম্বর ২০১৫

LETTER OF AUTHORIZATION

To Whom It May Concern

I, hereby, am granting the permission to **MOHAMMAD ADAM ALI** (Proprietor, Maktabatul Furqan, 11/1 Islami Tower, Banglabazar, Dhaka-1100, Bangladesh; Mob : +8801733211499) to translate and publish all published books of Dr. Ali Muhammad El-Sallabi into Bengali (The official and national language of Bangladesh); *Noble Life of The Prophet* (3 Vols) and the Biography of Abu Bakr As-Siddeeq ﷺ, Umar Ibn Al-Khattab ﷺ, Uthman Ibn Affan ﷺ, Ali ibn Abi Talib ﷺ (2 Vols), Umar bin Abd Al-Aziz, Salah Ad-Deen Al-Ayubi (3 Vols), al-Hasan ibn 'Ali and Muawiyah bin Abi Sufyan ﷺ.

Moreover, *Maktabatul Furqan* will be considered as a publisher & distributor of the translated books of Dr. Ali Muhammad El-Sallabi into **Bengali** worldwide.

With best wishes

Sincerely,

Name : Dr. Ali Mohamed El-Sallabi
Signature : 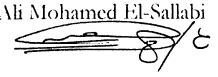

Date: March 8, 2018

সূচিপত্র

ভূমিকা ১৬

১

মক্কা মুকাররমায় আবু বকর রা.-এর জীবন

প্রথম অধ্যায় : তার নাম, বংশ, কুনিয়াহ, উপাধি, বর্ণনা, পরিবার এবং জাহেলী যুগে জীবন

এক। তার নাম, বংশ, কুনিয়াহ, এবং উপাধি ৩০
দুই। তার জন্ম এবং দৈহিক গঠন ৩৫
তিন। তার পরিবার ৩৫
চার। জাহেলী যুগে তার জীবন ৪৩

দ্বিতীয় অধ্যায় : তার ইসলাম এবং ইসলামের প্রচারে ভূমিকা, ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং প্রথম হিজরত

এক। ইসলাম গ্রহণ ৫১
দুই। ইসলাম প্রচারে ভূমিকা ৫৭
তিন। পরীক্ষা এবং দুর্ভোগ ৫৯
চার। রাসূলুল্লাহ সা.-এর পক্ষে তাঁর বলিষ্ঠ ভূমিকা ৬৬
পাঁচ। নিজের সম্পদ ব্যয় করে নির্যাতিত মুসলিম দাসদের মুক্ত ৬৯
ছয়। প্রথম হিজরত এবং ইবনুদ দাগিনার সাথে সাক্ষাৎ ৭৬
সাত। আরব প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাৎ ৮৩

তৃতীয় অধ্যায় : রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাথে আবু বকর রা.-এর মদীনায় হিজরত ৮৯

শিক্ষা ও উপদেশ ৯৭
১। অবিশ্বাসীরা তাকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করেছে ৯৮
২। রাসূল সা.-এর মদীনায় হিজরতের সময় আবু বকর রা. ৯৮

৩। তিনি রাসূল সা.-এর সাথে গুহায় সঙ্গী ছিলেন ৯৮
৪। আক্ষরিক অর্থে তাকেই রাসূলের সঙ্গী বলা হয়েছে ৯৯
৫। তিনি রাসূলের সর্বোচ্চ নিরাপত্তার জন্য সতর্ক ছিলেন ৯৯
৬। 'আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন' এর বৈশিষ্ট্যে তিনি ১০০
৭। রাসূল সা.-এর দুঃখ-দুর্দশা এবং সাহায্য ও সাকীনা অবতীর্ণ ১০১
দুই। লক্ষ্যে পৌঁছতে মুসলিমদের উচিত পরিকল্পনা করা ১০১
তিন। আবু বকর রা.-এর নিষ্ঠা ১০৮
চার। নেতৃত্বে বিচক্ষণতা ও মানুষের সাথে আচরণের দীক্ষা ১১০
পাঁচ। মদীনায় পৌঁছার পর আবু বকর রা.-এর অসুস্থতা ১১২

চতুর্থ অধ্যায় : যুদ্ধক্ষেত্রে আবু বকর রা.

এক। বদরের যুদ্ধে আবু বকর রা. ১১৬
দুই। উহুদ এবং হামরা উল-আসাদ ১২৪
তিন। বনু আন-নাদির, বনু আল-মুস্তালিক, আল-খান্দাক ১২৭
চার। হুদাইবিয়া ১৩২
পাঁচ। খায়বারের যুদ্ধ, নাজদ অভিযান এবং বনু ফাযারাহ মিশন ১৩৮
ছয়। উমরাতুল কাযা এবং আস-সালাসিল অভিযান ১৪১
সাত। মক্কা বিজয়, হুনাইনের যুদ্ধ এবং তায়েফ অভিযান ১৪৪

পঞ্চম অধ্যায় : মদীনায় আবু বকর রা.-এর জীবন এবং তার কিছু প্রশংসনীয় গুণাবলী

এক। এক নজরে তার মদীনার জীবন ১৬১
দুই। আবু বকর রা.-এর স্বতন্ত্র গুণাবলী ১৮০

২

রাসূলুল্লাহ সা.-এর ইন্তেকাল, বনু সাঈদা গোত্রের চত্বরে গণজমায়েত এবং উসামার সেনাবাহিনী

প্রথম অধ্যায় : রাসূলুল্লাহ সা. এর ইন্তেকাল এবং বনু সাঈদা গোত্রের চত্বরে গণজমায়েত

এক। রাসূলুল্লাহ সা.-এর ইন্তেকাল ১৯৬

দুই। ভয়ানক পরিবেশ এবং আবু বকর রা.-এর অবস্থান ২০৪
তিন। বনু সাঈদা গোত্রের চত্বরে ২০৭
শিক্ষা ও করণীয় ২১০

দ্বিতীয় অধ্যায় : সাধারণ জনগণের বাইআত গ্রহণ এবং আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ

এক। সাধারণ জনগণের বাইআত গ্রহণ ২৪৬
দুই। আভ্যন্তরীণ সমস্যা মোকাবেলা ২৬৭

৩

উসামার বাহিনী এবং মুরতাদদের বিরুদ্ধে আবু বকর রা.-এর যুদ্ধ

প্রথম অধ্যায় : উসামা রা.-এর বাহিনী

এক। উসামা রা.-এর নেতৃত্বে মুসলিম সৈন্যবাহিনী প্রেরণ ৩০৮
দুই। উসামার বাহিনীর ব্যাপারে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত ৩১৮
তিন। উসামার বাহিনী প্রেরণের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে শিক্ষা ৩২৩

দ্বিতীয় অধ্যায় : মুরতাদদের বিরুদ্ধে আবু বকর রা.-এর যুদ্ধ

এক। রিদ্দাহর পারিভাষিক অর্থ এবং কতিপয় আয়াত যেগুলো এর বিরুদ্ধে কঠিনভাবে সর্তক করেছে ৩৪০
দুই। ধর্মত্যাগের কারণসমূহ ও প্রকারভেদ ৩৪৩
তিন। নবুওয়াতের শেষ সময়ে ধর্মত্যাগের ঘটনা ৩৪৫
চার। ধর্মত্যাগীদের ব্যাপারে আবু বকর রা.-এর অবস্থান ৩৪৭
পাঁচ। মদীনা রক্ষায় আবু বকর রা.-এর পরিকল্পনা ৩৫২
ছয়। মদীনা দখলে মুরতাদদের ব্যর্থ আক্রমণ ৩৫৫

তৃতীয় অধ্যায় : ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ ৩৬২

এক। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় প্রথাগত মোকাবেলা ৩৬৪
দুই। আসওয়াদ আনাসী এবং তুলাইহা আল-আসাদীর ফিতনার মূলোৎপাটন ও মালিক ইবনে নুওয়াইরাকে হত্যা ৩৮০

শিক্ষা ও উপদেশ ৩৯৬

চতুর্থ অধ্যায় : মুসাইলামা আল-কায্যাব এবং বনু হানীফা গোত্র

এক। অতীত জীবন ৪৫৬
দুই। বনু হানীফা গোত্রের মুসলিমগণ ৪৬২
তিন। সৈন্যবহর নিয়ে খালিদ রা.-এর ইয়ামামার দিকে যাত্রা ৪৬৫
চার। যুদ্ধ শুরু ৪৭২
পাঁচ। দুর্লভ সাহসিকতা ৪৭৪
ছয়। ইয়ামামার যুদ্ধে কয়েকজন শহীদের বিবরণ ৪৭৮
সাত। মুজ্জাআর প্রতারণা; খালিদ রা.-এর সাথে মুজ্জআর মেয়ের বিবাহ; আবু বকর রা. এবং খালিদ রা.-এর মধ্যে পত্রবিনিময় ৪৮৬
আট। খালিদ রা.-কে হত্যার চেষ্টা এবং আবু বকর রা.-এর সঙ্গে বনু হানীফার প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ ৪৯২
নয়। পবিত্র কুরআন মাজীদ সংকলন প্রসঙ্গে ৪৯৪

পঞ্চম অধ্যায় : মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ থেকে শিক্ষা ও উপদেশ

এক। মজবুত এবং শক্তিশালী রাষ্ট্র গড়ার প্রাথমিক শর্তাবলি ৫০০
দুই। আবু বকর রা.-এর খেলাফতকালে সামাজিক অবস্থা ৫০৮
তিন। কীভাবে আবু বকর রা. বহিঃশত্রুদের অযাচিত হস্তক্ষেপ প্রতিহত করেছিলেন ৫১২
চার। মুরতাদদের বিরুদ্ধে কিছু প্রাপ্তি ৫১৬

৪

আবু বকর রা. এর বিজয়, তার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে উমর রা.-কে নির্বাচন এবং আবু বকর রা.-এর ইন্তেকাল

ভূমিকা ৫২৪

প্রথম অধ্যায় : ইরাক বিজয়

এক। আবু বকর রা. কর্তৃক ইরাক বিজয়ের পথ সূচনা ৫২৭
গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ও উপদেশ ৫৩১

দুই। খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রা.-এর ইরাক অভিযান ৫৩৬
তিন। খালিদ রা.-এর হজ; আবু বকর রা. কর্তৃক তাকে শামে যাওয়ার আদেশপ্রদান এবং ইরাকে মুসলিম সামরিক বাহিনীর অধিনায়ক হিসেবে মুসান্না রা.-কে নিয়োগ ৫৭০

দ্বিতীয় অধ্যায় : আবু বকর রা.-এর শামদেশ বিজয় ৫৭৩

এক। রোমানদের বিরুদ্ধে আক্রমণের পথ উন্মোচন ৫৭৬
দুই। উপদেষ্টাদের সঙ্গে আবু বকর রা.-এর পরামর্শ এবং তারপর ইয়েমনবাসীকে যুদ্ধে যোগদানের আদেশ ৫৮০
তিন। আবু বকর রা. কর্তৃক সেনাপতিদের হাতে যুদ্ধের পতাকা অর্পণ ৫৯০
চার। শামে সংকটের উৎপত্তি ৬০৩
পাঁচ। শাম অভিমুখে খালিদ রা.-কে প্রেরণ ৬১৪

তৃতীয় অধ্যায় : গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ও উপদেশ

এক। আবু বকর রা.-এর পররাষ্ট্রনীতি ৬৪৫
দুই। আবু বকর রা.-এর সামরিক কৌশলের বিবরণ ৬৫২
তিন। আবু বকর রা.-এর বক্তব্য এবং উপদেশে বর্ণিত আল্লাহর প্রতি দায়িত্বসমূহ ৬৬০
চার। মুসলিমগণ কীভাবে রোমান ও পারস্যদের খুব অল্প সময়ের মধ্যে পরাজিত করতে সক্ষম হলেন ৬৭৬

চতুর্থ অধ্যায় : আবু বকর রা. কর্তৃক উমর রা.-কে পরবর্তী খলীফা হিসেবে নিয়োগদান; এবং আবু বকর রা.-এর ইন্তেকাল

এক। আবু বকর রা. কর্তৃক পরবর্তী খলীফা নিয়োগ ৬৮০
দুই। বিদায়ের সময় ঘনিয়ে এলো ৬৮৭

সারসংক্ষেপ ৬৯৫

ভূমিকা

নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা আল্লাহর। আমরা তার প্রশংসা করি, তার কাছে আশ্রয় চাই। আমরা তার কাছেই ক্ষমা এবং সাহায্যপ্রার্থী। আমরা আমাদের নিজেদের ক্ষতি ও মন্দ কর্ম থেকে তার আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে হেদায়েত দেন, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না; আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ হেদায়েত দিতে পারে না। আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত আর কোনো মা'বুদ নেই। তার কোনো শরীক নেই। আমি আরও স্বাক্ষ্য দিচ্ছি, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বান্দা এবং রাসূল।

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ

হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিত ঠিক তেমনভাবে ভয় করতে থাক এবং অবশ্যই মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ কর না। (সূরা আলে-ইমরান, ৩ : ১০২)

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّ نِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَ الْاَرْحَامَ ۭ اِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

হে মানব সমাজ, তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গীনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দু-জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় কর, যার নামে তোমরা একে অন্যের কাছে নিজেদের হক চেয়ে থাক এবং আত্মীয়-স্বজনদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন। (সূরা আন-নিসা, ৪ : ১)

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا

হে মুমিনগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে। (সূরা আল-আহযাব, ৩৩ : ৭০-৭১)

বস্তুত, সবচেয়ে সত্য বাণী আল্লাহর কিতাব এবং সবচেয়ে উত্তম পথপ্রদর্শক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আর সবচেয়ে জঘণ্য অপরাধ ধর্মে নতুন কিছুর সংযোজন। সব নতুন সংযোজন বিদআত। আর প্রতিটি বিদআত পথভ্রষ্টতা এবং প্রতিটি পথভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

ছোট বেলা থেকেই আমি খুব আবেগ নিয়ে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনী পড়তাম। পরবর্তী কালে আল্লাহ তাআলা আমাকে মদীনা মুনাওওয়ারা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করার তাওফিক দেন। সেখানে *ইসলামের ইতিহাস* বিষয়ক একটি কোর্স ছিল। ঐ কোর্সের অংশ হিসেবে আমি খুলাফায়ে রাশেদীন যথাক্রমে হযরত আবু বকর ইবনে আবু কুহাফা রাযিয়াল্লাহু আনহু, হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু, হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনী অধ্যয়ন করি। কোর্স শিক্ষকের উপদেশ ছিল, আমরা যেন কেবল সিলেবাসের নির্ধারিত গ্রন্থ (*আত-তারিখ আল-ইসলামী*, মুহাম্মাদ শাকির) পড়ার মধ্যেই সীমিত না থাকি। এর পাশাপাশি অন্যান্য গ্রন্থ যেমন ইবনে কাসিরের *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া* এবং ইবনে আসিরের *আল-কামিল*ও যেন অধ্যয়ন করি। এভাবে আমি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনী আরও গভীরভাবে জানার জন্য বিশাল উৎসের সন্ধান পেয়ে যাই।

কয়েক বছর পর আমি উম্মে দারমান আল-ইসলামিয়্যা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই। তখন আমার পিএইচডির বিষয়বস্তুর শিরোনাম হিসেবে 'পবিত্র কুরআনের শিক্ষা থেকে একটি স্থিতিশীল ও শক্তিশালী মুসলিম দেশ গড়া এবং মুসলিম জাতির ইতিহাসে এই শিক্ষার প্রভাব'- এর প্রস্তাব করি। সিদ্ধান্ত হয় যে, আমার থিসিসটি তিনটি প্রধান অধ্যায়ের সমন্বয়ে রচিত হবে : *এক*, একটি স্থিতিশীল ও শক্তিশালী মুসলিম দেশ গড়ার ক্ষেত্রে কুরআনের শিক্ষা; *দুই*, একটি স্থিতিশীল ও শক্তিশালী মুসলিম দেশ গড়ার ক্ষেত্রে রাসূলের জীবনীর শিক্ষা; *তিন*, একটি স্থিতিশীল ও শক্তিশালী মুসলিম দেশ গড়ার ক্ষেত্রে ইসলামের প্রথম চার খলীফার (খুলাফায়ে রাশেদীন) জীবনীর শিক্ষা। শেষ পর্যন্ত অনেক পরিশ্রমের পর থিসিসটি বারো শত পৃষ্ঠার বেশি লেখা হয়ে যায়। এত দীর্ঘ থিসিস পেপার দেখে আমার গবেষণা সুপারভাইজার কেবল প্রথম অধ্যায়েই আমার গবেষণা সীমাবদ্ধ রাখার পরামর্শ দেন। পরবর্তী সময়ে ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক এটাই চূড়ান্ত হয়।

থিসিসটি জমা দেওয়ার পর নিয়ম অনুযায়ী প্রফেসরদের একটি পর্ষদের সম্মুখে প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। তখন আমার গবেষণা সুপারভাইজার আমাকে এমন কিছু কথা বললেন, যা আমার জীবনের পরবর্তী কয়েক বছরে গভীর প্রভাব ফেলে। তিনি আমাকে পরামর্শ দিলেন, আমি যেন আমার মূল থিসিসের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায়কে পুনরায় লিখি এবং বই আকারে প্রকাশ করি। দ্বিতীয় অধ্যায়টি ছিল, 'একটি স্থিতিশীল ও শক্তিশালী মুসলিম দেশ গড়ার ক্ষেত্রে রাসূলের জীবনীর শিক্ষা'—যা পরবর্তী কালে *আস-সিরাহ আন-নবুওওয়াহ* নামে আলাদা গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায় 'খুলাফায়ে রাশেদীনের জীবন থেকে শিক্ষা'-কে চারটি ভিন্ন গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিটি গ্রন্থে একজন করে খলীফার জীবনী আলোচিত হয়েছে।

আপনাদের সামনে এখন যে গ্রন্থ, 'জীবন ও কর্ম : আবু বকর আস-সিদ্দিক রাযিয়াল্লাহু আনহু', এটার লেখা সম্পন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি, তারপর আমার গবেষণা সুপারভাইজার, প্রিয় শিক্ষকবৃন্দ এবং বিশিষ্ট পীর-মাশায়েখগণ যারা আমাকে খুলাফায়ে রাশেদীনের জীবনী অধ্যয়ন করতে বিশেষভাবে উৎসাহ যুগিয়েছেন, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এ বিষয়ে তাদের একজনের একটি কথা আমার হৃদয়ে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। এজন্য আমার মধ্যে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু, উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনী পড়ার গুরুত্ব বুঝে আসে। একইভাবে রাসূলের সকল সাহাবীদের জীবনী পড়ার ব্যাপারেও উৎসাহিত হই। তিনি বলেছিলেন, 'আধুনিক মুসলিমদের সাথে ইসলামের প্রথম যুগের মুসলিমদের জীবনের মধ্যে বিরাট পার্থক্য তৈরি হয়েছে। অনেকে জানে না যে, অধ্যয়নের ক্ষেত্রে কোনটাকে আগে প্রধান্য দিতে হবে। খুলাফায়ে রাশেদীনের জীবনী থেকে এখন অনেকে স্কলারদের জীবনী অধ্যয়ন করতেই বেশি পছন্দ করে। অথচ খুলাফায়ে রাশেদীনের জীবনী অধ্যয়ন ইসলামের সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক বিশাল ভাণ্ডার।'

খেলাফতে রাশেদাহর যুগেই একটি শক্তিশালী ইসলামী রাষ্ট্রের সকল ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কেবল প্রতিষ্ঠিতই নয়, বরং পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়েছিল। একটি রাষ্ট্র পরিচালনায় যত বিভাগ রয়েছে যেমন প্রশাসনিক বিভাগ, বিচার বিভাগ, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, রাজনৈতিক ও সামরিক বিভাগ ইত্যাদি সবক্ষেত্রেই এ কথা প্রযোজ্য। খেলাফতে রাশেদাহর শাসনামল যত বেশি উন্নত ছিল, ইসলামের ইতিহাসে মুসলিমরা কখনো তার চেয়ে বেশি উন্নতি করতে

পারেনি। তখন এমন এক সময় ছিল, যখন ইসলাম সারাবিশ্বে বিদ্যুৎ গতিতে ছড়িয়েছে। এটা খুবই আশ্চর্যজনক যে, খেলাফতে রাশেদাহর যুগের এতসব সাফল্য ও প্রাপ্তি সত্ত্বেও আধুনিক কিছু মুসলিম ছাত্ররা দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শতাব্দীর স্কলারদের জীবনী অধ্যয়নের ব্যাপারে অধিক সময় ব্যয় করে, অথবা সমসাময়িক স্কলারদের জীবনী পড়ার ব্যাপারে বেশি আগ্রহী, যত না আগ্রহী আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু, উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনীর ব্যাপারে।

এ গ্রন্থ লেখার স্বপ্ন থেকে লেখা শেষ হওয়া পর্যন্ত আমি প্রতি পদে পদে আল্লাহর সাহায্য ও করুণা লাভ করেছি। তিনি আমার পথের সব বাধা দূর করে দিয়েছেন। রাতের পর রাত কাজ করার ক্ষেত্রে আমাকে শক্তি যুগিয়েছেন এবং আমার জন্য তথ্যের ভাণ্ডার উন্মুক্ত ও সহজ করে দিয়েছেন যা অপরিহার্য ছিল। আল্লাহর অনুগ্রহে আমি কোনো বাধাকেই পরওয়া করিনি। বরং সেগুলোকে অতিক্রম করার জন্য আমি অক্লান্ত পরিশ্রম করার তাওফিক লাভ করেছি।

খেলাফতে রাশেদাহর ইতিহাস সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে জানা কোনো সহজ বিষয় নয়। এর প্রধান কারণ হলো, তাদের জীবনীর তথ্যসমূহ বিভিন্ন গ্রন্থে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। এজন্য ইতিহাস গ্রন্থ, হাদীস, ফিকহ, কবিতা এবং তাফসীর—সবগুলো বিষয়েই গভীর ব্যুৎপত্তি প্রয়োজন। এ গ্রন্থের মূল লক্ষ্য ছিল (উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু, উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনীর ওপর আমার অন্যান্য গ্রন্থের ক্ষেত্রেও), বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত তথ্যসমূহ এক জায়গায় একত্রিত করা। তারপর এগুলোকে ক্রমানুসারে এবং বিষয়ভিত্তিক সাজিয়ে এদের নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করা। সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ছিল, এসব তথ্যের বিশ্লেষণ ও আলোচনা করা। যদি খেলাফতে রাশেদাহর জীবনী সঠিকভাবে তুলে ধরা যায়, তাহলে এর দ্বারা প্রতিটি মুসলিমের আত্মিক এবং জাগতিক জীবনের জটিল সমস্যাদির সহজ সমাধান সম্ভব।

আমাদেরকে খুলাফায়ে রাশেদীনের জীবনী এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সকল সাহাবীদের জীবনী অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। কারণ তারা এমন একটি যুগের সাথে সম্পর্কিত যাদের সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ বলেছেন, 'আর যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনসারদের মাঝে পুরাতন, এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ সে সমস্ত লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কাননকুঞ্জ,

যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত প্রস্রবণসমূহ। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এটাই হলো মহা কৃতকার্যতা।' (সূরা আল-তাওবাহ, ৯:১০০)

আল্লাহ আরও বলেছেন, 'মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল এবং তার সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকু ও সেজদারত দেখবেন।' (সূরা আল-ফাতহ, ৪৮:২৯)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার যুগ সম্পর্কে বলেছেন, 'আমাকে সবচেয়ে উত্তম যুগে উত্তম বংশে প্রেরণ করা হয়েছে।' আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, 'যদি কেউ উত্তম কিছু অনুসরণ করতে চায়, সে যেন তাদের অনুসরণ করে যারা ইতিমধ্যে ইন্তেকাল করেছেন (রাসূলের সাহাবীগণদের মধ্যে)। এখন যারা বেঁচে আছেন, তাদের কেউই ফিতনা থেকে মুক্তির ব্যাপারে নিশ্চিত নন (আমরা জানি, রাসূলের সাহাবীরা ইসলামের উপর ইন্তেকাল করেছেন। কিন্তু যারা তখনো জীবিত ছিলেন, মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও তাদের ঈমানের সাথে মৃত্যুর তাওফিক হবে কিনা, এটার নিশ্চয়তা ছিল না)। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী। আল্লাহর শপথ, তারা এ উম্মতের সর্বোত্তম মানুষ, দৃঢ় ঈমানের অধিকারী, গভীর জ্ঞানে জ্ঞানী এবং সবচেয়ে কম লৌকিকতার অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী হওয়ার জন্য এবং তার ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নির্বাচিত করে নিয়েছিলেন। তাদের মহাত্ম্যকে স্বীকার করে নাও এবং তাদের অনুসরণ কর। এজন্য সর্বোচ্চ শক্তি ও সামর্থ্য দিয়ে তাদের আচার-আচরণ ও ধর্মীয় মূল্যবোধকে তোমরা আঁকড়ে ধর। বস্তুত তারা হেদায়েতের সরল পথে ছিলেন।'[১]

প্রত্যেক মুসলিমেরই নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ থেকে খুলাফায়ে রাশেদীন ও অন্যান্য সাহাবীদের জীবনী পড়া উচিত। এটা যদি তারা না করে, তাহলে ইসলামের শত্রুরা তাদের জীবনের বিভিন্ন বর্ণনাকে বানানো ও বিভ্রান্তিমূলক তথ্য দিয়ে বিকৃতি করবে যেটা অবিশ্বাসীরা যুগ যুগ ধরে করে আসছে। ইসলামের শত্রুরা ইসলামের ইতিহাসের গুরুত্ব এবং এর প্রভাব সম্পর্কে খুব ভালো করেই জানে।

---

[১] *শরহুস-সুন্নাহ*, আল-বাগাভী (১/২১৪, ২১৫)।